কৃষিই সমৃদ্ধি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর
খামারবাড়ি, ঢাকা।
www.dae.gov.bd

স্মারক নং- ২৮-৭৫(২০০)

তারিখ ঃ ২০/৩/২০১৮

বরাবর

উপপরিচালক
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর
জেলা........................ (সকল)

বিষয় ঃ ফল চাষ সম্প্রসারণে জরুরী করণীয়

উপর্যুক্ত বিষয়ের আলোকে জানানো যাচ্ছে যে, বাংলাদেশ ইতোমধ্যেই স্বল্পোন্নত দেশের স্ট্যাটাস হতে মধ্যম আয়ের দেশে উত্তরণের যোগ্যতা অর্জন করেছে। দেশ ইতোমধ্যেই দানাদার খাদ্যে স্বনির্ভরতা অর্জন করলেও দেশের সর্বস্তরের জনসাধারণের পূর্ণমাত্রায় পুষ্টিহীনতা দূরীকরণ এখনও সম্ভব হয়ে উঠেনি। খাদ্য হিসাবে ফল অতি পুষ্টিকর। বেশি ফল উৎপাদন ও আহারের মাধ্যমে পুষ্টি ঘটতি সহজেই পুরণ করা সম্ভব। এদেশের মাটি ও জলবায়ু ফল চাষের জন্য অত্যন্ত উপযোগী হওয়ায় খুব সহজেই সফলভাবে ফল চাষ করে ফলের উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব। উল্লেখ্য, ফল চাষ সম্প্রসারণ বেগবান করতে মাননীয় প্রধান মন্ত্রী বিগত একনেক সভায় বিশেষ নিদের্শনা প্রদান করেছেন। আম, জাম, কাঁঠাল, তেঁতুল, টক কুল, লটকনসহ বিভিন্ন অপ্রচলিত ফল ব্যাপক হারে সম্প্রসারণ করতে তিনি কৃষি মন্ত্রী মহোদয়কে নির্দেশনা প্রদান করেন।

২। মাননীয় কৃষি মন্ত্রী উন্নত জাতের দেশী-বিদেশী ও বারোমাসী কাঁঠাল চাষ সম্প্রসারণ ও জনপ্রিয় করার জন্য আগামী মে,২০১৮ মাসের শেষ ভাগে কাঁঠাল মেলা আয়োজনে সব ধরনের প্রস্তুতিমূলক ব্যবস্থা নিতে নির্দেশ প্রদান করেছেন। সারাদেশে কাঁঠাল চারা রোপনের ব্যবস্থা নেয়ার পাশাপাশি বেশি করে উন্নত জাতের তৈরী কলম রোপন করার কার্যকর ব্যবস্থা নিতে তিনি বিশেষ অনুরোধ জানান। এর প্রেক্ষিতে প্রস্তুতিমূলক কার্য্যকর ব্যবস্থা নিতে প্রায় এক মাস আগে অত্র অধিদপ্তর থেকে জরুরী ভিত্তিত্বে একটা পত্র জারী করা হয়েছে।

৩। এখন চারা/কলম তৈরীর উপযুক্ত সময় বিরাজমান। মাননীয় প্রধান মন্ত্রীর নিদের্শনার আলোকে বেশি পরিমাণ উন্নত জাতের টক কুল, তেঁতুল, জাম, আমসহ বিভিন্ন প্রচলিত ও অপ্রচলিত ফলের চারা, কলম তৈরী করে মজুদ গড়ে তুলে আগামী মে,২০১৮ মাস থেকে বসতবাড়ী, রাস্তা, বাঁধসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও কমিউনিটি প্লেসে (স্কুল, মাদ্রাসা, গোরস্থান, ঈদগাহ) ব্যাপক হারে এ সব ফল চাষ সম্প্রসারণ কর্মসূচি বাস্তবায়নের উদ্যোগ নিতে বিশেষ ভাবে অনুরোধ করা যাচ্ছে। আম, কাঁঠাল, জাম, কুল, তেঁতুলসহ বিভিন্ন ফলের গ্রাফটিং করার উপযোগী সময় চলছে। প্রত্যেক হর্টিকালচার সেন্টারকে পর্যাপ্ত পরিমাণ কলম তৈরীর উদ্যোগ অবশ্যই নিতে হবে। মে-জুন মাস তেঁতুল ফলের গুটি কলম করার উপযুক্ত সময়। এ সময়ে লক্ষাধিক তেঁতুলের গুটি কলম তৈরী করে তা উপযোগী স্থানে রোপনের উদ্যোগ নিতে হবে।

৪। গত বছরের ন্যায় এ বছরও সারাদেশে বারোমাসী সজিনা, রাস্তার ধারে বীচি কলা, তাল, খেজুর রোপন করার কমূসূচি কার্যকর করতে হবে। প্রতি ব্লকে কমপক্ষে দেড় হাজার করে বিভিন্ন প্রকার ফল বৃক্ষ রোপন উদ্যোগ নিতে হবে। সে মতে উপজেলা ও ব্লক ভিত্তিক কোন কোন প্রকার কত সংখ্যক ফলের চারা/কলম আসন্ন মৌসুমে রোপন করা হবে তার একটা স্থানীয় ভাবে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে একটা প্রতিবেদন আগামী ০৫.০৪.২০১৮ তারিখের মধ্যে পরিচালক, ফিল্ড সার্ভিসেস উইং এর অনুকূলে প্রেরণ করে তার একটা কপি পরিচালক, হর্টিকালচার উইং, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর এর অনুকূলে প্রেরণ করতে অনুরোধ করা গেল।

২০/৩/১৮

(মোহাম্মদ মহসীন)
মহাপরিচালক
ফোন - ৯১৪০৮৫০

অনুলিপি ঃ

১। পরিচালক, হর্টিকালচার উইং/ফিল্ড সার্ভিস উইং, ডিএই, খামারবাড়ি, ঢাকা।
২। অতিরিক্ত পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর,.............................. (সকল জেলা)
৩। প্রকল্প পরিচালক, ... (সকল)